আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: পবিত্র কুরআনের ৪০ টি রব্বানা দোয়া সিরিজ-৯

১. তিনিই (আল্লাহ তা'য়ালা) আহলে কিতাবের কাফিরদের (বনু নাজিরের ইহুদিদের) বের করে দিয়েছিলেন তাদের আবাস (মদিনা) থেকে প্রথমবার সমবেতভাবে। তারা বেরিয়ে যাবে বলে তো তোমরা (মুসলমানরা) কল্পনাও করোনি। আর তারা (বনু নাজিরের ইহুদিরা) মনে করেছিল তাদের দুর্গগুলো তাদের রক্ষা করবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে। কিন্তু আল্লাহ তাদের এমন একদিক থেকে শাস্তি দিলেন, যা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। আল্লাহ ইহুদিদের থেকে তার রাসূলকে যে ফায় (যুদ্ধ ছাড়াই লব্ধ সম্পদ) পাইয়ে দিয়েছিলেন তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় বা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি। আল্লাহ জনপদবাসীদের (বনু নাজিবের ইহুদিদের) থেকে তার রাসূলকে যা কিছু দিয়েছিলেন, তা আল্লাহর, তার রাসূলের, রাসূলের আত্মীয়দের, এতিমদের, মিসকিনদের এবং পথিকদের, যাতে করে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তশালী, কেবল তাদের মাঝেই অর্থ সম্পদ আবর্তিত না হয় । এই সম্পদ অভাবগ্রস্থ মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও অর্থ-সম্পদ থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে। আর তাদের জন্য, যারা মুহাজিরদের আসার পূর্ব থেকেই এ নগরীতে (মদিনার) বসবাস করে আসছে এবং ঈমান এনেছে। তারা হিজরত করে আসা লোকদের ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে আশা পোষণ করে না। মূলত তারা (আনসারগণ) তাদেরকে (মুহাজিরদের) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যারা তাদের পরে এসেছে তারা দোয়া করে:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

আমাদের প্রভু! ক্ষমা করে দাও আমাদেরকে, ঈমানের দিক থেকে আমাদের সাবেক (অগ্রগামী) ভাইদেরকে এবং আমাদের অন্তরে মুমিনদের জন্য কোনো বিদ্বেষ রেখো না। আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি পরম দয়াবান, পরম করুনাময়। (সূরা ৫৯ আল হাশর আয়াত ১০)

রাসূল (স:) মদিনায় হিজরতের পর ইহুদীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন, তিনি তাদের (ইহুদিদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না, এবং তারা (ইহুদিরা) তার (রাসূল) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।

পরবর্তীতে ইহুদিরা চুক্তির বরখেলাপ করে এবং মক্কার কাফেরদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করে। এমনকি রাসূল (স:) কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিল।

তখন আল্লাহর নির্দেশে মুসলমান সৈন্যবাহিনী বনু নাজির ইহুদিগোত্রকে অবরোধ করে, তারা (ইহুদিরা) তাদের দূর্গের ভিতরে আশ্রয় নেয়।

শেষ পর্যন্ত বনু নাজিরের ইহুদীরা প্রস্তাব দেয় তারা মদিনা ছেড়ে চলে যাবে। এটা ইহুদিরা এজন্য করেছিল যেন তারা প্রাণে রক্ষা পায়।

রাসূল (স:) প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং বললেন উটের পিঠে যা নেয়া সম্ভব তা নিয়ে তারা চলে যাবে।
ইহুদীগণ আশ শামছ ও খাইবার এলাকায় চলে যায়, যাওয়ার আগে তারা যে সমস্ত জিনিস নিতে পারে নাই সেগুলো ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছিল।

বুখারী শরীফের হাদিস, ইবনে আব্বাস (রা:) কে "সূরা হাশর" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই সুরাকে "সূরা আন নাজির" ও বলেছিলেন। অনুরূপ বর্ণনায় মুসলিম শরীফের হাদিসেও পাওয়া যায়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা রাসূলের সাহাবীগণ, মুহাজির ও আনসারগণ আল্লাহর উপর ঈমানে অগ্রগামী ছিলেন। দীনের জন্য তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নিজের জীবন ও ধনসম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছেন।

আসুন, আমরা নিজেরা চেষ্টা করি রাসূলের সাহাবীদের মতো ঈমানদার, তাকওয়াসম্পন্ন ও মানুষের কল্যাণ করার মতো ইবাদতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য। আমাদের প্রভু! আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমান্দারদেরকেও ক্ষমা করো। আমাদের অন্তরে মুমিনদের জন্য কোন বিদ্বেষ রেখো না।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/